بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

সাউথহলে নতুন মসজিদের উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধান

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই হল মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকা"
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) লন্ডনের সাউথহলে দারুস সালাম (শান্তির নীড়) মসজিদের উদ্বোধন করেছেন।

উপস্থিত হওয়ার পর হুযূর আকদাস নতুন মসজিদে মাগরিব ও ইশার নামায পড়ানোর পূর্বে একটি স্মারক উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদটির উদ্বোধন করেন।

হুযূর আকদাস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের স্থানীয় সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক শিক্ষা যেন প্রতিফলিত হয় এ বিষেয়ে তাগিদ দেন।

এর কিছু পরেই মসজিদটির উদ্বোধন উপলক্ষে নিকটবর্তী ভিলিয়ার্স হাই স্কুলে একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানিত হয় যেখানে ১৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই..) প্রদত্ত মূল বক্তৃতা যেখানে তিনি ইবাদত ও মানব সেবার কেন্দ্র হিসেবে সমাজে মসজিদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। হুযূর আকদাস একটি সফল বহুজাতিক সমাজের নমুনা হিসেবে সাউথহলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন।

ভাষণের শুরুতে, হুযূর আকদাস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হুযূর আকদাস স্থানীয় কর্মকর্তা এবং অধিবাসীদেরকেও তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে, হুযূর আকদাস বলেন যে, অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা এবং তিনি আরও বলেন যে মদিনায় হিজরতের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সেই বহুজাতিক সমাজের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য 'মদীনার সনদ' নামে একটি শান্তি চুক্তি করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন বলেন:

"মহানবী (সা.) রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন। এ ভূমিকায় থেকে সকল জাতিগোষ্ঠীর - তারা ইহুদি, খ্রিস্টান বা নিজ রীতি-নীতির অনুসরণকারী আদিবাসীই হন না কেন - অধিকার যেন সমুন্নত ও সংরক্ষিত থাকে তার জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন আরো বলেন:

"ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (সা.) সর্বদা সেই সনদের ধারাসমূহ অনুসরণ করে চলেন এবং মুসলমানদেরকেও তা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। একটিবারও এমন হয়নি যে তিনি তাঁর কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেছেন বা কোন রূপে চুক্তিটির কোন শর্ত লংঘন করেছেন। আর না তিনি কখনো অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি কোন রূপ অবিচার বা বৈষম্য প্রদর্শন করেছেন বা মুসলমানদের প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি প্রদর্শন করেছেন। তিনি অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং তাদের চাহিদা ও রীতি রেওয়াজের প্রতি সংবেদনশীল থেকেছেন।"

হুযূর আকদাস বলেন যে খোদা তা'আলার ইবাদত এই দাবি করে যে মানুষ যেন খোদা তা'আলার বৈশিষ্ট্যসমূহ 'পরম করুণাময়', 'বারবার দয়াকারী" ও 'অত্যন্ত ক্ষমাশীল' অবলম্বন করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন বলেন:

"কেবলমাত্র যখন মুসলমানগণ অন্যের অধিকার আদায় করবেন, কেবল যখন তারা তাদের প্রতি উদার, দয়ার্দ্র,অনুগ্রহশীল ও ক্ষমাশীল হবেন, তখনই তারা খোদা তা'আলার ইবাদতের হক আদায় করতে পারবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন আরো বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করেছে যে যারা মানব জাতির অধিকার আদায় করে না, তাদের ইবাদত খোদা তা'আলা কখনো গ্রহণ করবেন না বরং এর বিপরীতে এগুলো তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। ... এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে প্রত্যেক

মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্ব হল মানবতার হক আদায় করা এবং প্রত্যেক মানুষের, তাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ করা।"

হযরত আকদাস বলেন যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর সদস্যবৃন্দের মধ্যে এ সকল মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং তিনি বলেন যে "মানবতার সেবা করা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনন্য বৈশিষ্ট্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন বলেন:

"সন্দেহাতীতভাবে, অন্যের জন্য সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা এবং মানবতার বাহ্যিক ও মানসিক কষ্ট লাঘব করা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হৃদয়কে অপরের প্রতি সকল প্রকার নেতিবাচকতা ও মন্দ-চিন্তা থেকে পরিশুদ্ধ করে সর্বদা মানবতার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকার এবং যারা কোনভাবে কষ্টে নিপতিত বা বঞ্চিত তাদের চাহিদা পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন।"

হুযূর আকদাস আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চল জুড়ে স্কুল ও হাসপাতালসমূহ প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন মানব সেবা মূলক প্রকল্পের দিকে সমবেত অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন বলেন:

"খোদাতালার উপাসনায় আমাদের দায়িত্বের পাশাপাশি আমাদের কর্তব্য মানবতার সেবা এবং অপরাপর মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের প্রচেষ্টা করা।"

মসজিদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন বলেন:

"মুসলমানদের অবশ্যই তাদের মসজিদসমূহকে শান্তির বিস্তার এবং সমাজে প্রীতি ও সহানুভূতির প্রেরণা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত আর এজন্যই বিশ্বজুড়ে আহমদী মুসলিমগণ স্লোগান উচ্চকিত করেন ' ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে'।" এগুলো কেবল ফাঁকা বুলি নয় বা অমুসলিমদের মন জয় করার জন্য সাজানো মন্ত্র নয়, বরং ইসলামের শিক্ষার এক প্রকাশ এবং মহানবী (সা.) এর মহান ও আশীষমণ্ডিত জীবনচরিতের প্রকৃত প্রতিফলন।"

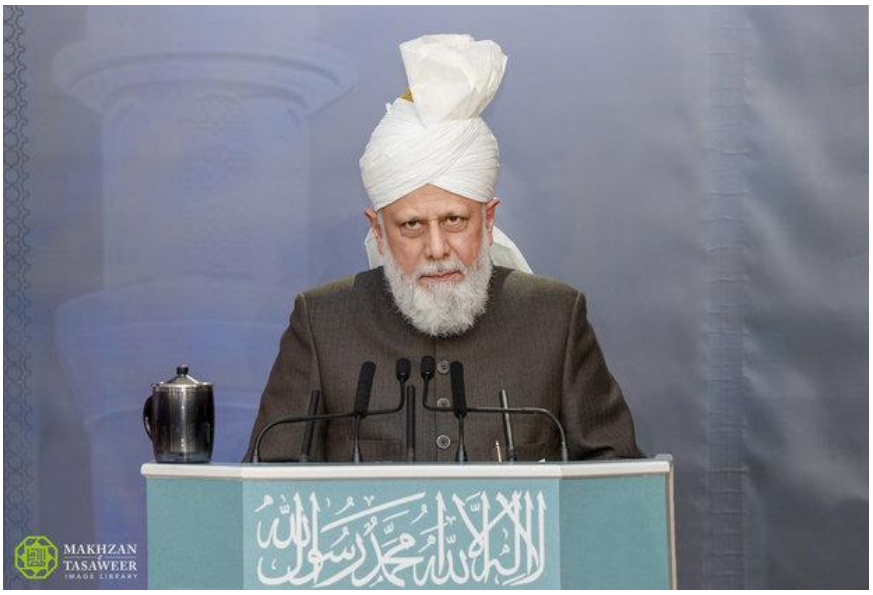

তাঁর ভাষণের শেষ প্রান্তে হযরত মাসরুর স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন:

"আমার প্রত্যাশা ও দোয়া এই যে এ সমাজের মানুষ যেন সব সময় ঐ সকল সার্বজনীন মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে সমুন্নত রাখার উপর মনোনিবেশ করে যা আমাদের একতাবদ্ধ করে। আমি দোয়া করি যেন সাউথহলকে সবসময় শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় এবং এমন এক বহুজাতিক সমাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে যেখানে সকল মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরের অনুভূতির প্রতি বিবেচনাবোধের সাথে একত্রে বসবাস করে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন আরো বলেন:

"আমি কায়মনোবাক্যে দোয়া করি যেন এ মসজিদ পুরো সমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকা সাব্যস্ত হয় এবং ঐক্য, সহাবস্থান ও শান্তির এক প্রতীক হিসেবে কাজ করে। আমিন।"

মূল ভাষণ এর পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের রিজিওনাল আমীর এবং 2 জন অতিথি বক্তা তাদের বক্তব্য পেশ করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত কে এই নতুন মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ফেল্টহাম ও হেস্টনের সংসদ সদস্য সীমা মালহোত্রা বলেন:

"আমি আজকে সাউথহলে দারুস সালাম মসজিদের উদ্বোধনে উপস্থিত হতে পেরে খুবই সম্মানিত বোধ করছি। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় যাই করুক না কেন তার মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসা ও সেবা প্রসারিত হয় তা সম্পর্কে আমি অবহিত আছি , আর আমার বিশ্বাস যে এ মসজিদ স্থানীয় এলাকায় এর অবদান এবং সেবায় ক্রমাগত বড় ভূমিকা পালন করতে থাকবে।"

ইলিং সাউথ হল এর সংসদ সদস্য বীরেন্দ্র শর্মা বলেন:

"পশ্চিম লন্ডন এলাকায় এ মসজিদটি একতাবোধ এবং সামাজিক সম্প্রীতির পয়গামকে আরো ছড়িয়ে দিবে এবং শান্তির প্রতীক সাব্যস্ত হবে। ... সম্মানিত হুযূর. আপনার বাণী এবং পুরো সমাজের জন্য আপনার আশীষ আরো বেশি একতাবোধ, সমৃদ্ধি এবং এক সমতাপূর্ণ সমাজে সমতার ভিত্তিতে বসবাসের পথ খুলে দিবে।"

হুযূর আকদাস পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

তিন তলা মসজিদটিতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দুটি নামাজের হল, একটি মাল্টিপারপাস হল, অফিস এবং আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদটি ৬৫০ এর অধিক মুসল্লী ধারণ করতে সক্ষম।